পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

যুগ্ম প্রশাসনিক ভবন (ষষ্ঠ থেকে নবম তল), এইচ.সি-৭, সেক্টর-৩,
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০১০৬

স্মারক নং- ৪১১/কম/এম.জি.এন.আর.জি.এ তারিখ - ২১.০৮.২০১৪

প্রতি - জেলা শাসক (সমস্ত জেলা)

প্রেরক - দিব্যেন্দু সরকার
মহাধ্যক্ষ,
মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প

বিষয় - এম.জি.এন.আর.জি.এ এবং আই.এ.ওয়াই-এর সমন্বয় সাধন

মহাশয়/মহাশয়া,

উপরিউক্ত বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা আপনার অবগতি এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এই পত্রের সাথে সংযোজিত হল ।

ধন্যবাদান্তে,

২১.০৮.২০১৪

(দিব্যেন্দু সরকার)
মহাধ্যক্ষ,
মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প

প্রতিলিপি - ৪১১(১)/কম/এম.জি.এন.আর.জি.এ তারিখ - ২১.০৮.২০১৪

সভাধিপতি, সমস্ত জেলা পরিষদ / শিলিগুড়ি মহকুমার পরিষদ

২১.০৮.২০১৪

(দিব্যেন্দু সরকার)
মহাধ্যক্ষ,
মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পত্রসংখ্যা জে-১১০১২/২/২০১৩ আর.এইচ দিনাংক- ৮ জুলাই, ২০১৪-এর মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ও গ্রামীণ গৃহনির্মাণের বিভিন্ন প্রকল্প, বিশেষত ইন্দিরা আবাস যোজনার মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । রাজ্যে এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটিতে সমন্বয়ের জন্য ওই কেন্দ্রীয় নির্দেশিকাটিই হবে মূল চালিকা শক্তি । তথাপি প্রকল্পটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের অস্পষ্টতা যাতে না থাকে সেজন্যই এই সহায়ক ও অতিরিক্ত নির্দেশিকাটি প্রকাশ করা হল । এই নির্দেশিকাটি রাজ্যের সরকারি আদেশনামা হিসাবে গণ্য হবে এবং বর্তমান ক্ষেত্রে সমন্বয়ের প্রক্রিয়া এই নির্দেশিকা মেনেই পরিচালিত হবে ।

১) উপকৃত বাছাই :

উপকৃত বাছাই হবে সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট গৃহনির্মাণ প্রকল্পের অর্থাৎ ইন্দিরা আবাস যোজনা, গীতাঞ্জলি, আমার ঠিকানা, অধিকার প্রভৃতি প্রকল্পের উপকৃত বাছাইয়ের নিয়ম মেনে । তবে উক্ত প্রকল্পের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সমন্বয়ের জন্য ওই পরিবারের ক) জব কার্ড থাকতে হবে এবং খ) পরিবারটিকে এন.আর.ই.জি.এস-এর ব্যক্তিগত উপকৃত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের লক্ষ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে ।

২) প্রকল্পের অনুমোদন :

এম.জি.এন.আর.ই.জি প্রকল্পের আওতায় যে কোনও কাজ হাতে নেওয়ার পূর্বশর্ত হল - কাজটি শুরু করার আগে তা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের গ্রাম সংসদ / গ্রাম সভায় পেশ করে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে । এক্ষেত্রেও এই একই পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে । ইন্দিরা আবাস যোজনা বা অন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্পের উপকৃত চিহ্নিতকরণের পর তা গ্রাম সংসদের অনুমোদন সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ব্লক স্তরে প্রোগ্রাম অফিসারের কাছে পাঠাতে হবে । প্রোগ্রাম অফিসার প্রকল্পগুলির অনুমোদন দেবেন । প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হবে জেলা প্রোগ্রাম কো-অডিনেটরের অনুমোদন সাপেক্ষে । আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হবে সরাসরি ব্লক থেকে ।

প্রতিটি গৃহ স্বতন্ত্র কাজ হিসাবে নির্দিষ্ট হবে এবং এভাবেই এম.আই.এস-এ এনট্রি হবে । বর্তমান আর্থিক বছরে যে সমস্ত গৃহের কাজ এই সমন্বয়ের মাধ্যমে ধরা হবে সেগুলির জন্য সাপলিমেন্টারি লেবার বাজেট তৈরি করে নিতে হবে ।

৩) প্রকল্পের পরিকল্পনা ও প্রাক্কলন (প্লান ও এস্টিমেট) :

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প রূপায়িত প্রতিটি প্রকল্পের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্লান ও এস্টিমেট তৈরি হয় । ওই এস্টিমেট অনুযায়ী শ্রমের মজুরি ও মালমশলা ক্রয়ের খরচের অনুপাত নির্দিষ্ট হয় । এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিমাপের পরেই মজুরি এবং মালমশলা ক্রয়ের জন্য প্রাপ্য অর্থ প্রদান করা হয় । অন্যদিকে ইন্দিরা আবাস যোজনা বা অন্যান্য গ্রামীণ গৃহনির্মাণ প্রকল্পে উপকৃত পরিবারকে গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ দুটি বা তিনটি কিস্তিতে অনুদান হিসাবে দেওয়া হয় । সেখানে গৃহের মাপ ২০ বর্গমিটার, গৃহনির্মাণে পাকা বাড়ি নির্মাণোপযোগী সামগ্রীর ব্যবহার, গৃহে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পরিষেবার ব্যবস্থা - এরকম কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অনুদানের অর্থ কিস্তিতে কিস্তিতে উপকৃতের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয় ।

গৃহনির্মাণে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সমন্বয়ের মূল ভাবনাটি হল এই যে, জব কার্ডধারী পরিবারটি প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য বা সদস্যা তাঁর নিজস্ব গৃহনির্মাণের কাজে নিজে যুক্ত হবেন, শ্রম দেবেন এবং এজন্য যে দিনগুলি তিনি অন্যত্র শ্রমের কাজ করতে পারতেন সেই সুযোগ তাঁর নষ্ট হবে । এন.আর.ই.জি.এ প্রকল্প থেকে সেই নষ্ট শ্রমের সুযোগের সমপরিমাণ মজুরির অর্থ তাঁকে দেওয়া হবে যাতে করে পরিবারটি এজন্য শ্রমিক হিসাবে প্রাপ্য ১০০ দিনের কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় । ফলে এক্ষেত্রে ঠিক

কতটা শ্রম ওই পরিবারটির সদস্যরা দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি করে দেখতে হবে যে পর্যায়ে যে পর্যন্ত কাজ করার কথা ছিল সেই পর্যায়ে সেই পর্যন্ত কাজ হয়েছে কি না । এজন্য ২০ বর্গমিটার মাপের বাড়ি তৈরি হচ্ছে এটি দেখে নিয়ে প্লিন্থ্ লেভেল পর্যন্ত, লিনটল, লেভেল পর্যন্ত, ছাদ তৈরি পর্যন্ত ও সম্পূর্ণ গৃহনির্মাণ পর্যন্ত - এই চারটি পর্যায়ে উপযুক্ত পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে নিম্নলিখিত সারণি অনুযায়ী -

ক্রমিক নং	গৃহনির্মাণের ধাপ	মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে মোট অদক্ষ শ্রমিকের শতাংশ	জনদিন (সাধারণ এলাকায় মোট ৯০টি দক্ষ শ্রমিকের অনুমোদন)	জনদিন (পার্বত্য এলাকায় মোট ৯৫টি অদক্ষ শ্রমিকের অনুমোদন)
১	প্লিনথ্ লেভেল অবধি	৩১ শতাংশ	২৮	৩০
২	প্লিনথ্ থেকে লিন্টন অবধি	২৬ শতাংশ	২৪	২৫
৩	লিন্টন থেকে ছাদ অবধি	১১ শতাংশ	১০	১০
৪	ছাদ থেকে শেষ অবধি	৩২ শতাংশ	২৮	৩০

৭০,০০০ টাকা বা ৭৫,০০০ টাকা অর্থমূল্যের গৃহনির্মাণ প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট হারে অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি দেওয়া হবে । এজন্য 'মাস্টার রোল' তৈরি হবে । পরিমাপের জায়গায় নির্মাণ সহায়ক বা গ্রাম রোজগার সেবক শংসাপত্র দিয়ে লিখবেন 'প্লিনথ্ স্তর পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে : মজুরি প্রাপ্য ২৮ বা ৩০টি শ্রমদিবসের অর্থমূল্য ২৮ X ১৬৯ বা ৩০ X ১৬৯... মেজরমেন্ট বই ইত্যাদিতে কেবলমাত্র এই শংসাপত্রটিই লেখা হবে । অন্য কোনও পরিমাপ দিতে হবে না ।

৪) নক্সা ও প্রাক্কলন :

যদিও শ্রমের মজুরি প্রদান উল্লিখিত পদ্ধতিতে হবে, জেলা বা এমনকি ব্লকে গৃহনির্মাণের জন্য একটি 'টাইপ ডিজাইন' থাকলে ভালো হয় । টাইপ ডিজাইনটি যতটা সম্ভব বিকেন্দ্রীকৃত স্তরে করার কথা বলা হচ্ছে যাতে করে স্থানীয় ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী টেকসই, উপযুক্ত কারিগরী কৌশল যা কিনা স্থানীয়ভাবে লভ্য ও গ্রহণযোগ্য তার ব্যবহার করা যায় । টাইপ ডিজাইন অনুযায়ী গৃহনির্মাণ সংশ্লিষ্ট পরিবারকে উৎসাহ দিতে হবে ; ওই অনুযায়ী প্রকল্প রূপায়ণে স্থানীয় রাজমিস্ত্রিদের কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন কৃৎকৌশল গ্রহণ করবেন তা স্থির করার অধিকার সংশ্লিষ্ট পরিবারের ।

৫) নির্মল ভারত অভিযানের সঙ্গে সমন্বয় :

শুধুমাত্র গৃহনির্মাণের জন্যই অর্থবরাদ্দের পরিমাণ হবে ৭০,০০০ টাকা + ৯০টি শ্রমদিবসের অর্থমূল্য অথবা ৭৫,০০০ টাকা + ৯৫টি শ্রমদিবসের অর্থমূল্য । সেই সঙ্গের ওই বাড়িতে উপযুক্তমানের পারিবারিক শৌচাগার তৈরির জন্য নির্মল ভারত অভিযানের ৪,৬০০ টাকা, এন.আর.ই.জি.এস-এর ৫,৪০০ টাকা এবং পরিবারের দেয় ৯০০ টাকা - মোট ১০,৯০০ টাকার অতিরিক্ত সংস্থান করতে হবে । এক্ষেত্রে নির্মল ভারত অভিযানের মাধ্যমে পারিবারিক শৌচাগার নির্মাণের পদ্ধতি প্রকরণ মেনে কাজ হবে ।

৬) পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন :

ক) সমগ্র কাজটিতে এন.আর.ই.জি.এস, গ্রামীণ গৃহনির্মাণ (বিশেষত ইন্দিরা আবাস যোজনা) ও নির্মল ভারত অভিযানের সমন্বয় ঘটবে । ফলে দেখাশোনার ক্ষেত্রেও দায়িত্ব ওই তিন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে ।

খ) ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুযায়ী তিনটি পর্যায়ে গৃহনির্মাণের ছবি তুলতে হবে ও আওয়াসসফট্-এ তা আপলোড করতে হবে । একই ছবি এন.আর.ই.জি.এ সফট্-এও আপলোড করতে হবে ।

গ) খরচের হিসাব প্রকল্পভিত্তিক স্বতন্দ্রভাবে রাখতে হবে এবং প্রতিটি প্রকল্পের ওয়েবসাইটে তথ্য আপলোড করতে হবে । এন.আর.ই.জি.এস-এ সংক্রান্ত এনট্রি বর্তমানে 'আই.বি.এস'-এর মধ্যে করা যাবে ।

ঘ) প্রতিটি গৃহনির্মাণের কাজই সোস্যাল অডিট বা সামাজিক নিরিক্ষার আওতায় আসবে ।

রাজ্য সরকার এই সমন্বিত প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে গ্রামীণ আবাসনের সমস্যাটিকে সমাধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে । এই নির্দেশিকাটির সুষ্ঠু রূপায়ণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে এ বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ।

নির্দেশিকাটি সর্বস্তরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ।